ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের

'পি এইচ.ডি.' উপাধির জন্য

প্রদেয় গবেষণাভিসন্দর্ভ

মাধুরী ঘোষ

নিবন্ধন সংখ্যা – A00SA0100416

বর্ষ – 2016 – 2017

তত্ত্বাবধায়িকা - প্রফেসর ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়

ইউ. জি. সি. এমেরিটাস-ফেলো (২০১৭ – ২০১৯)

ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২১

“Bhāratavarṣa O Bāṃlādeśera Svādhīnatā Saṃgrāma Āśrayī Nirvācita Saṃskṛta Nātaka; Ekati Samīkṣā”

A Thesis Submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in Partial Fulfilment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in

SANSKRIT

by

Madhuri Ghosh

Registration No.: A00SA0100416
Session: 2016 – 2017

Under the Supervision of

Prof. (Dr.) Rita Chattopadhyay

Emeritus Fellow of U.G.C. (2017 – 2019)

&

Retired Professor

Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata – 700032

2021

।। গবেষণাভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার।।

‘সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ’

সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধেয় দশটি রূপকের শ্রেষ্ঠত্ব আবহমানকাল ধরে উদ্ঘোষিত হয়েছে। দশরূপকের মধেয় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সর্বসমাদৃত হল নাটক। বিশ, একুশ শতকের রূপকে প্রতিফলিত হয়েছে বিবিধ সমস্যা, যেমন – রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষাগত সমস্য়া প্রভৃতি : এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতাহাসও –দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য সর্বত্র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ।

বিশ শতকের নাটকের পটভূমি

বিশ, একুশ শতকের সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে স্বভাবতই সমসাময়িক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, বাংলাদেশের উদয়, নকশাল আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্য়াদি বহু পটভূমিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে সংস্কৃত নাটক। বিংশ শতাব্দীতে আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক সংস্কৃতপ্রেমীকে পেয়েছি, যারা সাহিত্য়ের বিভিন্ন শাখায় তাঁদের প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মননশীলতায় আমরা মুগ্ধ হই।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পটভূমি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের উন্মাদনা সমগ্র ভারতবাসীকে নাড়া দিয়েছে – তা বলাই বাহুল্য। ব্যতিক্রম নন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যিকগণও। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন – লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ এবং অহিংস আন্দোলন – প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়েছে বিশ শতকের সংস্কৃত নাটকের মূল ইতিবৃত্তরূপে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পটভূমিতেও মূর্ত হয়ে উঠেছে সংস্কৃত নাটক। দেশপ্রেমের উন্মাদনায় সংস্কৃত সাহিত্যিকেরা যে কতটা হয়েছিল তাঁদের রচনায়, নায়ক নির্বাচনেই তা স্পষ্ট। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বীর সাভারকার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, বাঘাযতীন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ অদমনীয় সব চরিত্রকে ইতিহাসের পাতা থেকে বেছে নিয়েছেন সংস্কৃত কবি ও নাটয়কারগণ। শুধু তাই নয়, জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও হয়ে উঠেছেন সংস্কৃত নাটকের নায়ক অথবা নায়িকা।

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত তিনটি সংস্কৃত নাটকই হল এই অভিসন্দর্ভের বিষয়। নাটক তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হল-

নাটক	**নাট্যকার**	**প্রকাশনা/ রচনা কাল**	**বিষয়বস্তু**
বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ (পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট)	নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ (পশ্চিমবঙ্গ)	১৯৯৮	বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে বাঘাযতীনের সঙ্গে ব্রিটিশের বিশেষতঃ টেগার্ট সাহেবের সংঘর্ষের কাহিনী।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্ (চতুরঙ্কবিশিষ্ট)	জি. বি. পলসুলে (মহারাষ্ট্র)	১৯৭২	বিনায়ক দামোদর সাভারকার এর জীবন, দর্শন, দেশপ্রেমকে আশ্রয় করে রচিত।

বাংলাদেশোদয়ম্ (দশাঙ্কবিশিষ্ট)	রামকৃষ্ণ শর্মা (দিল্লী)	১৯৭২	বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাসকে আশ্রয় করে রচিত, নায়ক- শেখ মুজিবুর রহমান, এছাড়াও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান প্রমুখ কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র নাটকটির পাত্রপাত্রীরূপে উপস্থাপিত।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির নির্বাচনের কারণ

অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন করতে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধেয়া তত্ত্বাবধায়িকা। স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁর কাছেই প্রথম আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়ে অবগত হই। আর সেখান থেকেই এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। অভিসন্দর্ভের শিরোনামে আছে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী দু'টি নাটক। যথা – *'বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্'*ও *'ধন্যোঽহং ধন্যোঽহম্'* এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নাটক *'বাংলাদেশোদয়ম্'*। উক্ত নাটকগুলিও আমার তত্ত্বাবধায়িকার কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে *'বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্'* নাটকটি অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে। নাটকের প্রতি আকর্ষণ থেকেই এই বিষয়ে গবেষণায় আসা। সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব চিরপ্রচলিত। নাটকাদি দশরূপকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সর্বসমাদৃত হল 'নাটক'।

নির্বাচিত নাটকগুলির প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনেক সংস্কৃতপ্রেমীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের অদমনীয় সব চরিত্র হয়ে উঠেছে সংস্কৃত নাটকের নায়ক/নায়িকা

গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য

- নাটকত্রয়ে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের যথাযোগ্য পর্যালোচনা।
- নাটকগুলির নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- তিনটি নাটকে প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থার চিত্রণ।
- উক্ত নাট্যত্রয়ে প্রাচীন, অর্বাচীন, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য আলংকারিকগণের প্রভাব বিশ্লেষণ।
- নির্বাচিত রূপকত্রিতয়ে ঐতিহ্য – আধুনিকতার সমন্বয় প্রদর্শন।

গবেষণার পরিধি

এবারে আসি গবেষণার পরিধি আলোচনায়। পরিধি-ই পারে যেকোন কাজকে সুসংহত রূপ দিতে। তাই ঐতিহাসিক নাটকের বিস্তৃতি বা ব্যপকতা মাথায় রেখে আমাকে পূর্বোক্ত তিনটি নাটকের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। নাটকগুলির তাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে সংস্কৃত আলংকারিকগণের দৃষ্টিতে। প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনার পরিসরে অনান্য ঐতিহাসিক নাটকের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাস

আলেচ্য অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথমেই অবতরণিকা অংশে অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের কারণ, মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, গবেষণার পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় – আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য: ঐতিহাসিক নাটক এবং তার পটভূমি ।

এখানে সংস্কৃত ভাষায় কোন কোন দিক থেকে আধুনিকতা এসেছে তার একটি ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ শতকের সংস্কৃত ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্যের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক কয়েকটি নাটকের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়- নাট্যকারত্রয়ের জীবনী ও সারস্বত কৃতি।

এই অধ্যায়ে গজানান বালকৃষ্ণ পলসুলে, নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ও রামকৃষ্ণ শর্মার ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন ও সারস্বত কৃতির বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় আলোচ্য যথাক্রমে নাটক তিনটির সমীক্ষা।

এই অধ্যায়গুলিতে নাটক তিনটির বিষয়বস্তু ও ঐতিহাসিক দিকটি আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও তিনটি অধ্যায়ে নাটকগুলির নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা ও নাট্যকারদের লেখনশৈলী তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহারে তিনটি নাটকের মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় প্রদর্শনপূর্বক আলোচ্য অভিসন্দর্ভের বিষয়কে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ গবেষাণার পরিসর তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া এই অভিসন্দর্ভে তিনটি পরিশিষ্ট প্রদান করেছি। প্রথমটিতে রয়েছে কবিদের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, দ্বিতীয়টিতে কবি প্রশস্তি এবং তৃতীয়টিতে রয়েছে বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি। সর্বশেষে পরিশীলিত গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি 'Shonar Bangla' ফন্টে লেখা হয়েছে, ফন্ট সাইজ ১৮। যেখানে ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে 'Times New Roman'-এর ১৬ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। আর সংস্কৃত শ্লোকগুলির ক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সেখানে 'Kokila'–র ১৮ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় সোনার বাংলা ফন্টের ১২.৫ এবং ইংরেজী ভাষায় Times New Roman- এর ১০ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। । দুটি পঙক্তির মাঝে ১.৫ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার উপরে, নীচে এবং ডান পাশে ১.৫ সেন্টিমিটার জায়গা এবং বামপাশে বাঁধাই এর জন্য ২ সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়া হয়েছে। অভিসন্দর্ভের গ্রন্থপঞ্জিতে আমার তত্ত্বাবধায়িকার সমর্থিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

বানানবিধি

নির্বাচিত নাটকগুলিতে কোন চরিত্র বা স্থানের নামের ক্ষেত্রে নাট্যকার যে বানান ব্যবহার করেছেন সমগ্র অভিসন্দর্ভে সেই বানানই অনুসৃত হয়েছে। আর তা হয়েছে আমার তত্ত্বাবধায়িকার নির্দেশানুসারে। যেমন '*বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্*' নাটকটিতে 'বৃটিশ' বানান এইভাবে লেখা হয়েছে। তাই নাটকটির আলোচনায় সর্বত্র নাট্যকার

ব্যবহৃত বানানই রক্ষিত হয়েছে। আর বাকি জায়গায় সংসদ বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'ব্রিটিশ' লেখা হয়েছে।

উপসংহার

আমাদের প্রতিদিনের চেনা জগৎ এবং অতি পরিচিত কাহিনীও কবির লেখনীর স্পর্শে কাব্যের বিষয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য তিনটি নাটকের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার কবিরাও সেই রচনাধারা থেকে বিরত হননি। নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, জি. বি. পলসুলে, রামকৃষ্ণ শর্মা প্রমুখ কবিরা তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এই অতি গম্ভীর বিষয়কে অপূর্ব নাট্যরূপ দিয়েছেন। ফলতঃ আমরা একদিকে ঐতিহাসিক তথ্যে ঋদ্ধ হই, অপরদিকে নাট্যরসও আস্বাদন করতে পারি। বিষয়বস্তু, নায়কনির্বাচন, রচনারীতি, ভাষাসৌষ্ঠব প্রভৃতি দিক থেকে এই কবিরা তাঁদের রচনায় সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য রচনার ধারাকে যেমন অনুসরণ করেছেন তেমন স্বকীয় ভাবনাকেও নির্দ্বিধায় সহৃদয় সমক্ষে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি সাহিত্যে সময়ের প্রতিফলন ঘটে। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজে মানুষের নিকট বিনোদনের অনেক মাধ্যম উপস্থিত হয়েছে কিন্তু প্রাচীনকালে নাটকই ছিল এক অন্যতম মাধ্যম। আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নাটককে বাঁচিয়ে

রাখতে হলে তাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতেই হবে। বিশ শতকের কবিরা সেই কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।

পরিশেষে একথা বলতেই পারি আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্র অদ্যাবধি অনুন্মোচিত থেকে গেছে।এই অভিসন্দর্ভের মধ্যে দিয়ে সেই বিস্তৃত রচনাসম্ভারের একটি ক্ষুদ্র অংশকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

****

Countersigned by the Supervisor

Prof. (Dr.) Rita Chattopadhyay

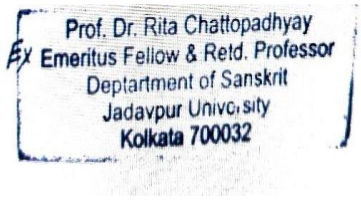

Dated: 05.12.2021

Signature of the Candidate

Madhuri Ghosh

Dated: 06.12.2021